সংবাদ
সংবাদ

তারিখ ... 16 APR 2009 ...
পৃষ্ঠা ... ৮ ... কলাম ... ৩ ...

ঢাকা : বৃহস্পতিবার ৩ বৈশাখ ১৪১৬
Dhaka : Thursday 16 April 2009

সম্পাদকীয়

এইচএসসি পরীক্ষা এবং আশঙ্কাজনক ড্রপআউট

আজ থেকে সারাদেশে এইচএসসি (উচ্চ মাধ্যমিক) ও সমমানের পরীক্ষা শুরু হচ্ছে। দেশের আটটি সাধারণ শিক্ষা বোর্ড, একটি কারিগরি ও একটি মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে ৭ হাজার ২৩৭টি প্রতিষ্ঠান থেকে মোট ৬ লাখ ১৮ হাজার ৩০৮ জন শিক্ষার্থী ১ হাজার ৯১৯টি কেন্দ্রে পরীক্ষা দেবে। গত মঙ্গলবারের খবর অনুযায়ী কয়েকটি বিভাগে চাহিদামতো কারিগরি বোর্ডের পরীক্ষার খাতা ও প্রবেশপত্র পৌঁছেনি। বিভাগগুলো হচ্ছে– ঢাকা, রাজশাহী, বরিশাল ও খুলনা। আশা করা হচ্ছে, অবশিষ্ট খাতা আজকের মধ্যে পৌঁছে গেছে। কারিগরি বোর্ডের চেয়ারম্যান বলেছেন, কাগজের সঙ্কটের কারণে এটি হয়েছে। গত এক বছর ধরে জাতীয় নির্বাচন ও উপজেলা নির্বাচনের দোহাই দিয়ে শিক্ষা খাতের প্রতিটি কাজেই কাগজ সঙ্কটের দোহাই দেয়া হচ্ছে। তত্ত্বাবধায়ক সরকার কাগজের চাহিদা সঠিকভাবে নির্ধারণ করে কর্পযুক্ত কাগজকলের ওপর পুরোপুরি নির্ভর করার বদলে পাঠ্যপুস্তক বা পরীক্ষার খাতার জন্য প্রয়োজনীয় কাগজ আমদানির উদ্যোগ নিলে সমস্যা হতো না।

প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী এবারের এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় ড্রপআউটের হার শতকরা ২০ ভাগের মতো। এর মধ্যে ছাত্র শতকরা ২০ দশমিক ২৯ ভাগ এবং ছাত্রী শতকরা ১৯ দশমিক ৪৫ ভাগ। অর্থাৎ ছাত্র ও ছাত্রীদের ড্রপআউটের হার কাছাকাছি। সবচেয়ে কম ড্রপআউট এবার রাজশাহী শিক্ষা বোর্ডের। সবচেয়ে বেশি ড্রপআউট কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের শতকরা প্রায় ২৭ ভাগ। তারা পরীক্ষা শুরুর আগেই ঝরে পড়েছে। পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সময়ও অনেক শিক্ষার্থী ঝরে পড়বে। এ ব্যাপারে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বললেন, এটি আমাদের শিক্ষার বড় সঙ্কট। দারিদ্র্য, অর্থকষ্ট এবং শিক্ষার্থীদের প্রস্তুতি কম থাকায় এ রকম হচ্ছে। মাধ্যমিক পর্যায়ে ড্রপআউটের হার কমাতে সবার সহযোগিতা প্রয়োজন বলে তিনি জানান। এবার উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার সময় প্রচণ্ড গরম এবং বিদ্যুতের ঘন ঘন লোডশেডিং বড় সমস্যা হয়ে পড়বে।

আমাদের দেশের সর্বস্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ড্রপআউট আশঙ্কাজনকভাবে বেড়েই চলেছে। প্রাথমিক পর্যায়ে ড্রপআউট কমানোর জন্য বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নের পরও ড্রপআউট কমছে না। শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য বা শিক্ষার বিনিময়ে টাকার সাফল্য একেবারেই সীমিত। এখন আবার বর্তমান সরকার প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে দুপুরের খাবারের কথা বলছে। আমাদের সরকারি কর্মকর্তাদের যে ধরনের দক্ষতা তাতে দুপুরের খাবারের ব্যবস্থাপনা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে শিক্ষার মানের আরও অবনতি ঘটাতে পারে। আর যদি প্রাথমিক শিক্ষাকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত নিয়ে প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা করতে উদ্যোগ নেয়া হয় তবে ড্রপআউটের সংখ্যা কমাতে বড় ধরনের প্রকল্প হাতে নিতে হবে। এসএসসি পর্যায়ে ড্রপআউট কমানো আরও কঠিন হয়ে পড়েছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে ঝরেপড়ার বড় একটা কারণ হলো শিক্ষাদানের অভাব। দেশে খুব কম সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে, যেগুলোতে পর্যাপ্ত শিক্ষক আছেন অথবা শিক্ষকরা হাজির থাকেন। ঝরেপড়া অনেক শিক্ষার্থীই কওমি মাদ্রাসা জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যায়। দারিদ্র্যই ঝরেপড়ার একমাত্র কারণ নয়। আর মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় অংশ নিয়ে সাফল্য পাওয়ার সম্ভাবনা কম মনে করায় অনেকে পরীক্ষায় অংশ নেয় না। এখানেও মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর শিক্ষাদানের মানের প্রশ্ন আছে। তেমনি প্রাইভেট টিউশন-নির্ভর হওয়ার কারণে যাদের আর্থিক সামর্থ্য নেই তারা পরীক্ষার জন্য ঠিকমতো প্রস্তুতি নিতে পারে না। ড্রপআউট কমাতে হলে বহুমুখী তৎপরতার প্রয়োজন হবে।